শিক্ষাখাতের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন, ২০২২

ভূমিকা

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। সরকার শিক্ষাকে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। তবে করোনা পরিস্থিতিতে সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্থ হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। করোনা মহামারীর প্রতিরক্ষা পদক্ষেপ স্বরূপ ২০২০ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয় যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ১৭১,৭৭৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী। করোনাতে ঝরে যাওয়া শিক্ষাথীর হার ১৮ শতাংশ। তবে আশার কথা হলো করোনা চলাকালীন 'ডিসট্যান্স লার্নিং' বা দূরশিক্ষনের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পাঠক্রম অনলাইনে সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে। করোনার সময় ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে ক্লাস চললেও নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হতে হয়। যেমন-

- ✓ স্মার্টফোনের অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষার পথ থেকে ছিটকে পড়েছে ৫৮% শিক্ষার্থী।
- ✓ ৬৩% শিক্ষার্থীদের ঘরে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকার ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তাদের শিক্ষাযাত্রা। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চল যেমন: চর, হাওর ও পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বেশি পিছিয়ে পড়েছে।
- ✓ দূর্বল ইন্টারনেট সংযাগে, ইন্টারনেট এর প্যাকেজের অতিরিক্ত দাম, স্মার্টফোনের সংকট, শিক্ষকদের অনলাইন ক্লাস নেওয়ার প্রশিক্ষণের অভাব, যান্ত্রিক সমস্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি এবং আর্থিক সমস্যা ইত্যাদি ছিল করোনাকালীন সময়ের এই অনিশ্চয়তার মূল অন্তরায়।

তবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য-

- ✓ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এর লক্ষ্যে ৫০,৪১৬ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সহ সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করেছে সরকার।

শিক্ষাখাতের এবারের বাজেট বরাদ্দ

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে চলতি বছরের ন্যায় মোট বাজেটের ১৪.৭ শতাংশ দেয়া হয়েছে। গত ১০ বছর ধরেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তি সম্পর্কিত অন্য দুটি বিভাগ/মন্ত্রনালয়ের (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ) বরাদ্দ বাদ দিলে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ দাড়ায় ৮১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা (যা মোট বাজেটের ১২ শতাংশের বেশি)।

চিত্র ১: শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ

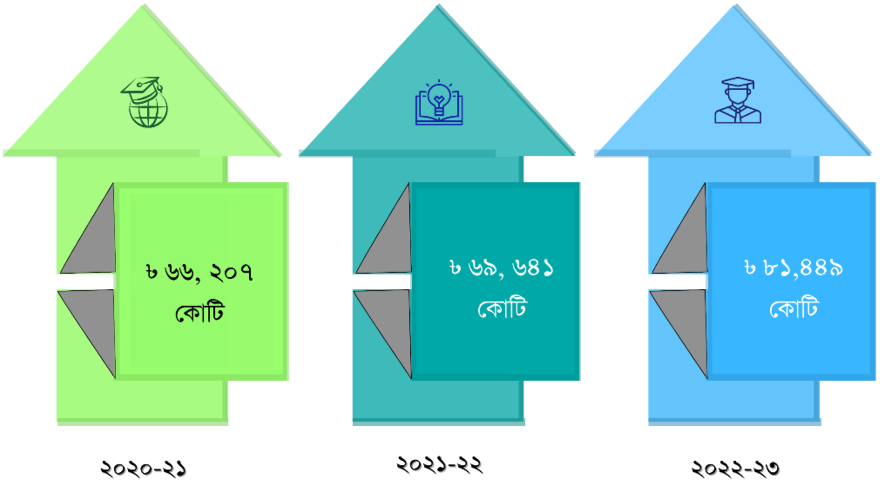

শিক্ষাখাতের বাজেটের পরিচালন ব্যয় প্রায় ৬২ শতাংশ। এবারের বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বরাদ্দ পেয়েছে মোট শিক্ষাখাতে প্রায় ৫০ শতাংশ। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট শিক্ষা বাজেটের প্রায় ৪০ শতাংশ। সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বরাদ্দ তুলনামূলক ভাবে বেশি বৃদ্ধি করেছে।

এবারের বাজেটের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

এবারের বাজেটে শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৬,৩০০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে । ই-লার্নিং ব্যবস্থা চালু করার অংশ হিসেবে ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন এর মতো বহুমাত্রিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে সিড মানি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাঁদের সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করার উদ্যোগটি সত্যই প্রয়োজনীয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষার গবেষণার উদ্যোগ হিসাবে বেশ কিছু সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন করা হবে এবং সাইক্লোট্রন সুবিধাসহ পেট-সিটি স্ক্যান স্থাপন করা হবে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও আইএনএমপি সাভারে। এভাবে নানা পদক্ষেপ এর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মানের পাশাপাশি উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আরো কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের বিষয় নিচে তুলে ধরা হলঃ

চিত্র-২: ২০২২-২০২৩ এর বাজেট এর উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ সমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ

আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষিত জনগাষ্ঠৌ তৈরিতে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনের উপর এবারের বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব আরাপে করা হয়েছে। ২০২২ -২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) -তে শিক্ষা সেক্টর এ ১১০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৯ হাজার ৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলমান মোট ১১০ টি প্রকল্পের মধ্যে ১০৩ টি বিনিয়াগে এবং ৭টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ৪৪৯ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দ চলতি বছরের তুলনায় শতাংশ হিসেবে বেড়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিকীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এডিপির প্রক্ষেপণ অনুসারে মোট শিক্ষা বাজেট ২০২১ সালে ১৫৯.৪ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে তা হবে ৪০২.২ বিলিয়ন টাকা। ৮ম পঞ্চবার্ষিকীর প্রক্ষেপন অনুসারে ২০২৩ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট ২৬১ বিলিয়ন টাকা ধারণা করা হলেও ২০২২-২০২৩ এর প্রস্তাবিত শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট ২৯১ বিলিয়ন টাকা যা প্রক্ষেপণ এর তুলনায় বেশি (৩০ বিলিয়ন টাকা বেশি)। ৮ম পঞ্চবার্ষিকীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ২২.৪৭% । করোনা পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অধিক বিনিয়োগের জন্যই এই বরাদ্দ বাড়ানো হয়ে থাকতে পারে।

চিত্র ৩: শেষ ৪ বছরের এডিপি'তে শিক্ষাখাতের মোট বরাদ্দের অংশ

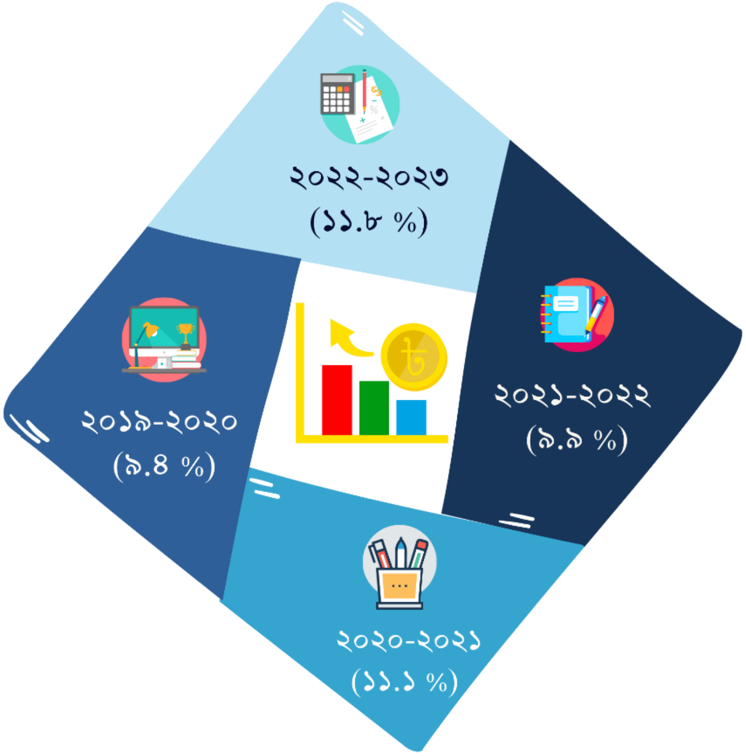

উপসংহার

করোনা মহামারির জন্য শিক্ষাখাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সবারই প্রত্যাশা ছিল এবারের বাজেটে শিক্ষায় বেশি গুরুত্বারোপ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী বরাদ্দ বাড়ানো হবে। এবারের বাজেটে তার প্রতিফলন না ঘটলেও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জুররি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবীক্ষণের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে আসন্ন অর্থবছর ২০২২-২৩ এ।

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছে 'উন্নয়ন সমন্বয়'।

উন্নয়ন সমন্বয়